পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বরূপ

সাখাওয়াৎ আনসারী*

Before the emergence of independent Bangladesh, during the long twenty-four years of Pakistan period, people achieved two constitutions—one in 1956 and the other in 1962. The total span of life of the two constitutions was nine years and half in all. Although the constitutions declared Bangla and Urdu as the state and national languages respectively of the Republic, it was English which enjoyed the official status. This paper is an attempt to find out the real nature of the status of Bangla in those constitutions. Through this paper, the readers will be able to realize that Bangla was never the state or national language of Pakistan indeed though it was usually claimed.

পাকিস্তানের সংবিধান-প্রণয়ন-পূর্ব ভাষাদ্বন্দ্ব

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে ১৪ আগস্ট অভ্যুদয় ঘটে পাকিস্তানের।[১] এই আইনের ৮ ধারায় বিধান রাখা হয় যে যতদিন পর্যন্ত এর নিজস্ব শাসনতন্ত্র প্রণীত বা কার্যকর না হয়, ততদিন পর্যন্ত কিছু সংশোধন সাপেক্ষে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনই অর্ন্তবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিশেবে বলবৎ থাকবে[২] এবং রানী কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল রানীর প্রতিনিধি হিশেবে দায়িত্বপালন করে যাবেন (C.M. Shafqat, 1957: 305)।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনিবার্য ফল হিশেবে বাংলাভাষী অঞ্চল বিভক্ত হয় দ্বিতীয়বার। পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত নতুন দেশটির ক্ষমতাবান শ্রেণীটি গিয়ে পড়ে এর পশ্চিমাংশে। দেশটির গঠন কাঠামোই এমন যে পূর্বাংশ হয়ে পড়ে হতদরিদ্রের আবাসস্থল। অবিভক্ত বাংলার মূল কেন্দ্র কোলকাতা পূর্ববাংলার বাইরে পড়ে। পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদার, জোতদার ও ব্যবসায়ীরা ভারতের কোলকাতায় পাড়ি জমায়। ভারত বিভাগের জন্য ভারতীয় যে-মুসলমান শিল্পপতিরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তারা সবাই চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তান, অন্যদিকে দরিদ্র মুসলমানদের একটি অংশ চলে আসে পূর্ববাংলায়। ভূস্বামী অভিজাতদের বাসস্থানতো আগে থেকেই ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। নবপ্রতিষ্ঠিত দেশের রাজধানী করা হলো পশ্চিমাংশে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, দপ্তর, আদালত, রাস্তা-ঘাট ঐ অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়; শিল্পায়ন, আমদানি, বৈদেশিক সাহায্যও ঐ অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। এই সুত্রেই পূর্ব বাংলা পরিণত হতে থাকে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে, শোষণের পশ্চাদ্‌ভুমিতে (আতিউর, ১৯৯৭:৭৩-৭৪)। এমনই একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষ অধ্যুষিত পূর্ববাংলার একক প্রধান

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষাকে বাদ দিয়ে পশ্চিমাংশের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় সাংবিধানিকভাবে অভিষিক্ত করে শোষণের পথকে আরও মসৃণ করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে পশ্চিমারা।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এ স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছে দুটি : প্রথমটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। সংবিধান দুটিতে বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বরূপ নির্দেশের পূর্বে প্রথম সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্বের ভাষা পরিস্থিতির স্বরূপটি কিয়ৎ পরিমাণে পর্যালোচনা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩ জুন ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তির রোয়েদাদ ঘোষিত হলেও ভারতের স্বাধীনতা যে শুধুই সময়ের ব্যাপার, তা অনুভূত হচ্ছিল রোয়েদাদ ঘোষণার আগে থেকেই। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের মূলনীতির আলোচনাও সূচিত হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই। এরই অংশ হিশেবে সুধীসমাজে আলোচিত হচ্ছিল কী হবে এর জাতীয় পতাকা, সংগীত, প্রতীক, ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গও। অবিভক্ত বাংলার মূল কেন্দ্র কোলকাতা হওয়াতে আলোচনাও সূচিত হয়েছিল সেখানেই।

১৭ মে ১৯৪৭-এ হায়দ্রাবাদে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান বলেন যে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু (মতিউর, ২০০৩:১৩৭)। এ–বক্তব্য প্রমাণ করে যে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ভাষা-নির্বাচন প্রশ্নে ভাবিত ছিলেন এবং এ-ভাবনাটি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষা বাংলাকে বর্জনের। এ-বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রোয়েদাদও ঘোষিত হয়নি, তখন। কোন্‌টি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, এ-সম্পর্কে প্রথম আলোচনা প্রকাশিত হয় সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবদুল হক কর্তৃক, ৩০ জুন ১৯৪৭-এর *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায়। এই আলোচনায় তিনি নানাবিধ যুক্তির মাধ্যমে প্রদর্শন করেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বাংলা, উর্দু নয় (আবদুল, ১৯৭৬: ১২, ১৪)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ব্যক্তিক অভিমত প্রকাশের বাইরে সামষ্টিকভাবে রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গটি প্রথম উত্থাপন করে গণ-আজাদী লীগ, ৫ জুলাই ১৯৪৭-এ, *আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ* শিরোনামে ঘোষিত এক ইশতেহারে। এখানে বলা হয় যে 'বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (১৯৪৭: ২৩)। সন্দেহ নেই যে বক্তব্যটি স্পষ্ট নয়। তখনও পর্যন্ত রাষ্ট্র-কাঠামোর আদলটি পরিষ্কার এবং রাষ্ট্রভাষার ধারণাটি বিশদ না হওয়ায় এইরূপ খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে বলে ধারণা করা যায়। এই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন (বদরুদ্দীন, ১৯৮৫: ১৯)। এর প্রতিবাদে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ২৯ জুলাই ১৯৪৭-এ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাকে এবং বাংলার অতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন হলে তবেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন করেন (শামসুজ্জামান, ১৯৮৫: ২৬২-৬৪)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির বাংলার পক্ষে লেখনীধারণ সুধীসমাজকে ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার হতেও যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট। স্বাধীন পাকিস্তান অভ্যুদয়ের সাত মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের দাবিতে ১১ মার্চ ১৯৪৮-এ পুরো পূর্ব

পাকিস্তানে পালিত হয়েছিল যে-সাধারণ ধর্মঘট, তার ফলে আহত হয়েছিলেন ২০০ জন, কারারুদ্ধ হয়েছিলেন ৬৯ জন। এই সাত মাসের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল এমন বেশ কিছু ঘটনা, যার অনিবার্য পরিণতিতেই সূচিত হয়েছিল রাষ্ট্রভাষার এই আন্দোলন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা নিবরূপ :

এক. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে শাহ আব্দুল বারী কর্তৃক যে-প্রস্তাবাবলি উত্থাপিত হয়, তার ২২ দফায় বলা হয় 'মাতৃভাষা হইবে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা' (বদরুদ্দীন, ১৯৮৪: ১০)।

দুই. তমদ্দুন মজলিশ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করে *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু ?* শীর্ষক একটি পুস্তিকা। এতে 'পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দু'টি উর্দু ও বাংলা'—এরূপ প্রস্তাব করা হয় (বদরুদ্দীন, ১৯৮৫: ২৭)। পুস্তিকাতে কাজী মোতাহার হোসেনের একটি এবং আবুল মনসুর আহমদের একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। কাজী মোতাহার হোসেন বাংলা এবং উর্দু উভয়কে এবং আবুল মনসুর আহমদ শুধু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের প্রস্তাব করেন (মুস্তাফা, ২০০০: ৮৯; বদরুদ্দীন, ১৯৮৫: ২৯)।

তিন. তমদ্দুন মজলিশের পত্রিকা প্রকাশের পর ধারাবাহিকভাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি বিভিন্নজনের লেখনী ও পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উঠে আসতে থাকে। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকার ২৪ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ও 'ভাষার গোলযোগে দাঙ্গা' (রতনলাল, ২০০০: ২৭০-৭১) এবং *কৃষ্টি* পত্রিকায় নভেম্বরে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ এনামুল হক রচিত 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' (মুস্তাফা, ২০০০: ৯১-১০৪)।

চার. বৃটিশ আমলে যে-টাকা ছাপানো হতো, তাতে ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও বাংলা লিপি ব্যবহৃত হলেও পাকিস্তান আমলে প্রথম যে-কাগজের টাকা, মানিঅর্ডার ফর্ম, পোস্টকার্ড, খাম, ডাকটিকেট, রেলটিকেট ইত্যাদি ছাপা হতে শুরু করে, তাতে উর্দু ঠাঁই পেলেও বাংলাকে বাদ দেওয়া হয় (মতিউর, ২০০৩: ৭২; বদরুদ্দীন, ১৯৯৫: ২৯৮)। এটি যে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার পশ্চিমা অভিপ্রায়, তা বাঙালির অনুধাবনে কষ্ট হয়নি এবং তা বাঙালি সমাজে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করে।

পাঁচ. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়েছে বলে ৬ ডিসেম্বর *মর্নিং নিউজ* সংবাদ প্রকাশ করলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক বিক্ষোভ হয়।

ছয়. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সংবিধানের নিয়মকানুন নির্ধারণ কমিটির সভা সরকারি ভাষা হিশেবে উর্দু ও ইংরেজিকে সমমর্যাদাদানের সুপারিশ করে।[৩]

সাত. ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারিতে করাচিতে শুরু হয় পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন। এই অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিশেবে উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ব্যবহারের দাবি উত্থাপিত হলে লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দীন, তমিজুদ্দীন খান, গজনফর আলী খান প্রমুখের ব্যাপক বিরোধিতায় ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এ-ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানে জন্ম দেয় ব্যাপক ক্ষোভের, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট এবং ১১ মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। এই সাধারণ ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপনের জন্য ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উল্লিখিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে এই সত্যই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই সমগ্র পাকিস্তানবাসী ভাষার প্রশ্নে দ্বিখণ্ডিত

হয়ে যায়। বাংলার পক্ষে ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ আপামর বাঙালি, আর উর্দুর পক্ষে ছিলেন কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী ও পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় ব্যক্তি ও তাঁদের পূর্বাংশের এক ক্ষুদ্রসংখ্যক সমর্থক। কোন্ ভাষাটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া কাম্য, সে-আলোচনা শুরু হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারতো বটেই, এমনকি ভারতবিভক্তির রোয়েদাদ ঘোষণারও আগে। শাসকগোষ্ঠী মূলতই ছিল উর্দুকে একক রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতিদানের পক্ষে, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে উর্দুর পাশাপাশি ইংরেজির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির কামনাটিও প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে তাঁরা কোনওক্রমেই বাংলার পক্ষে ছিলেন না। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের এ-অংশের জনমানুষের কামনাটি প্রথমদিকে বাংলার একক রাষ্ট্রভাষার পক্ষে থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে যখন তাঁরা বুঝতে সক্ষম হন যে শাসকগোষ্ঠী বা পশ্চিমারা কোনওভাবেই উর্দুর দাবি প্রত্যাহার করবে না, তখন তাঁরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার এবং একতাবদ্ধ হয়ে ওঠে। এটি এই বিষয়কেই নিশ্চিত করে যে এঁরা বাংলার পক্ষে দাঁড়ালেও উর্দুর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেননি। এতো গেল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ পর্যন্ত ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত, এবার আমরা সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করবো।

তৎকালীন পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ ঢাকা আসেন, ফিরে যান ২৮ মার্চ। এই সময়ের মধ্যে তিনি ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে, ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে এবং ২৪ মার্চেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অংশ নেন। তিনটি স্থানেই তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিশেবে বাংলার দাবিকে অগ্রাহ্য করেন, যদিও মাত্র কদিন আগেই, ১১ মার্চ, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সারা পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ছাত্র ধর্মঘটের মতো বিশাল এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ঘটনা ঘটেছিল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপনের জন্য ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে চুক্তিও হয়েছিল। জিন্নাহর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি স্থানেই প্রতিবাদ হলেও তিনি সেগুলোকে আমলে নেননি, নিজের অবস্থান থেকে সরেও আসেননি। তৎকালীন পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা এবং গর্ভনর জেনারেল জিন্নাহই ছিলেন যেখানে এ-অংশের জনমানুষের শেষ আশ্রয়স্থল, সেখানে থেকেও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অনুধাবনে বিশেষ কষ্ট হয়নি যে পূর্ব পাকিস্তান হতে যাচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে।

জিন্নাহর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরও বাঙালি থেমে থাকেনি। ১৯৪৮-এর ১১ মার্চ স্মরণে এই দিবসটি প্রতি বছর পালিত হতে থাকে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিশেবে। এই সূত্রেই ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১ এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিশেবে পালিত হয়। এরই মধ্যে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 'মূলনীতি কমিটি' জনসমক্ষে ভাবি সংবিধানের যে-রূপরেখা প্রকাশ করে, তাতেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধু উর্দুকে করারই সুপারিশ ছিল (S.M. Hasan, 1993: 72)। এ-থেকে বোঝা যায়, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যত দাবিই পূর্ব পাকিস্তানবাসী কর্তৃক উত্থাপিত হোক না কেন, তাতে পশ্চিমাদের একক উর্দুর পক্ষে সিদ্ধান্তের হেরফের ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্তও হয়নি। এর পর আসে সেই রক্তাক্ত বাহান্নো। এ-সালেরই ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

এটি কোনওভাবেই হওয়ার নয় যে ১৯৪৮-এর ১৫ মার্চ ছাত্রদের সঙ্গে যে-চুক্তি তিনি করেছিলেন, তা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। এরই সূত্র ধরে ২১ ফেব্রুয়ারির জন্ম, স্ফূরণ বাংলার নবজন্মেরও। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারও পূর্ব থেকে বাংলাকে সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের অভিমত প্রকাশের যে-সূচনা, তা ধীরে ধীরে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম, জেল-জুলুমের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করে, বাহান্নোর একুশ তারই পরিণতিমাত্র। একই সূত্রে পাকিস্তানের ১৯৫৬ এবং ১৯৬২-র প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে বাংলা ভাষা লাভ করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। কিন্তু এত কিছুর পর এই যে-স্বীকৃতি, তা কতটুকু ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ, আর কতটুকু কাগুজে — এবার সে-আলোচনা।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ও বাংলা ভাষার মর্যাদা

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ। এই সংবিধান বলবতের ফলে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের রূপলাভ করে। আইনসভায় সংবিধানের খসড়া উপস্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি (C.M. Shafqat, 1957: 27)। খসড়াতে ছিল প্রস্তাবনা, ১৩ ভাগের ২৪৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৫টি তফসিল। এর দ্বাদশ ভাগের 'সাধারণ অনুবিধি (General Provisions)'-র শেষ অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ২২১)-এ বলা হয়েছিল :

Language— (1) The official languages of the Islamic Republic of Pakistan shall be Urdu and Bengali;... (Newman, 1956: 77).

আইনসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর সংবিধানটি যে-রূপ পরিগ্রহ করে, তাতে ঠাঁই পায় প্রস্তাবনা, ১৩ ভাগের ২৩৪টি অনুচ্ছেদ এবং ৬টি তফসিল। এই সংবিধানের দ্বাদশ ভাগের 'সাধারণ অনুবিধি (General Provisions)'-র ২১৪ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্রভাষা (State Languages)' শিরোনামে বলা হয়:

The state languages of Pakistan shall be Urdu and Bengali. For the period of twenty years from the Constitution Day, English shall continue to be used for all official purposes for which it was used in Pakistan immediately before the Constitution Day. Parliament may by Act provide for the use of English after the expiration of the said period of twenty years, for such purposes as may be specified in that Act.

On the expiration of ten years from the Constitution Day, the President shall appoint a Commission to make recommendations for the replacement of English. All such provisions shall not prevent a Provincial Government from replacing English by either of the state languages for use in that Province before the expiration of the said period of twenty years (Mukhlesur, 1957: 48).

সংবিধানে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি ভাষার মর্যাদার বিষয়টি নিম্নরূপে মূল্যায়ন করা যেতে পারে :

এক. খসড়া সংবিধানে বাংলা এবং উর্দুকে 'দাপ্তরিক ভাষা (official language)'-র মর্যাদায় আসীন করার প্রস্তাব থাকলেও পাশকৃত সংবিধানে এ-দুয়ের মর্যাদা হয়েছে 'রাষ্ট্রভাষা'-র, তবে তা প্রকৃতার্থে ভবিষ্যৎ কালাপেক্ষ।

দুই. সংবিধান বলবৎ হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব দিন পর্যন্ত দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহের জন্য ইংরেজি যেমন ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, সংবিধান বলবৎ হওয়ার দিন থেকে পরবর্তী বিশ বছর, অর্থাৎ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ পর্যন্ত ইংরেজি তেমনই ব্যবহৃত হবে।

তিন. বিশ বছর পরও ইংরেজি দাপ্তরিক দায়িত্বপালনে অব্যাহত থাকবে কি না, তা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণের জন্য আইনসভাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যদি বিশ বছর পরও ইংরেজি অব্যাহত রাখার পক্ষে আইন প্রণীত হয়, তবে বাংলা এবং উর্দুর দাপ্তরিক দায়িত্বপালনের বিষয়টি আরও পিছিয়ে যাবে, আরও অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে।

চার. সঙ্গত কারণে অবশ্য এই বক্তব্যও উত্থাপিত হতে পারে যে ইংরেজিকে যত বছরের জন্যই দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহের দায়িত্ব সংবিধান দিক না কেন, তা রাষ্ট্রভাষা উর্দু এবং বাংলার দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহের জন্য অন্তরায় বিবেচিত হতে পারে না। সংবিধান যে এ-কথা বলছে না, তা-ও সত্য। তবে বাস্তবতা এই যে ইংরেজি বৃটিশ ভারতে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। সেই থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ১১০ বৎসর এবং প্রথম সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১১৯ বৎসর ধরে ইংরেজি অব্যাহতভাবে দাপ্তরিক ভাষার দায়িত্ব পালন করে এসেছে। সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এই ইংরেজিমূলের সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত হয়েছে শাসকগোষ্ঠী ও সংবিধান-প্রণেতাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতা, দক্ষতাপূর্ণ ইংরেজি জ্ঞান ও শ্রেণীস্বার্থ-চেতনা। এমনই একটি প্রতিবেশে সংবিধান-প্রবর্তনের মাধ্যমে ইংরেজিকে দাপ্তরিক দায়িত্ব নির্বাহের জন্য নির্বাচন করার মধ্যে যে বাংলা এবং উর্দুকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির মনোভাবটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়।

পাঁচ. দশ বছর পর রাষ্ট্রপতি ইংরেজি ভাষার প্রতিস্থাপন বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি কমিশন গঠন করবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে। স্মতর্ব্য যে কমিশন গঠন করার কথা দশ বছরের মধ্যে নয়, দশ বছরের পর। আবার তা কত পর, তা-ও উল্লেখিত নয়। সংবিধান-মতে কমিশন গঠন করার কথা ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চের পর। ভবিষ্যৎ কালাপেক্ষ এই কমিশনের প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টিও ভবিষ্যৎ কালাপেক্ষ। কোনও সুনির্দিষ্ট তারিখ বেঁধে না দেওয়ায় তা অনির্দিষ্ট কালের জঠরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইংরেজি কমপক্ষে বিশ বছর দাপ্তরিক ভাষা হিশেবে ব্যবহৃত হবে, সংবিধানে এই স্বীকৃতি আছে, ইংরেজির স্থলে বাংলা এবং উর্দুকে প্রতিস্থাপনের চিন্তাটিও সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে, শুধু যা হয়নি তা হলো, কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলা এবং উর্দুকে যে উল্লেখিত দায়িত্বপালনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতেই হবে, তার প্রত্যয়। সংবিধানে বিশ বছরের হিশেবে বেঁধে দেওয়ায় এবং আইনসভাকে এতৎসংক্রান্ত আইন-প্রণয়ণের দায়িত্ব দেওয়ায় কমিশন গঠন করে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিমূলক আখ্যায়িত করা যায়।

ছয়. প্রদেশে ব্যবহার্য ভাষা নির্ধারণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের আইন-প্রণয়নের যে-বিধান রাখা হয়েছে, তা-ও বিভ্রান্তিমূলক। শেষ বাক্যটি গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা চালু করতে হলেও প্রাদেশিক সরকারকে আইন-প্রণয়ন করতে হবে এবং এই প্রদেশে বলবৎ থাকা ইংরেজিকে পরিহার করার জন্যই প্রয়োজন আইন প্রণয়ন। অর্থাৎ বাংলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রচলনযোগ্য নয়; স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ বছরের জন্য প্রচলিত ইংরেজিকে বর্জন করে বাংলা প্রচলনের চাকার ঘুর্ণনের সূচনা করতে হবে।

সাত. সংবিধান রচিত হয়েছে শুধুই ইংরেজিতে। বাংলা এবং উর্দু সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাসীন হলেও রাষ্ট্রভাষায় রচিত হয়নি কোনও সংবিধান। নির্ভরযোগ্য ভাষ্য (Authoritative text)-তো দূরের কথা, বাংলা বা উর্দুতে সংবিধানের কোনও অনুবাদও নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে রচিত ভারতের এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রচিত বাংলাদেশের উভয় সংবিধানই রচিত হয়েছে ইংরেজির পাশাপাশি যথাক্রমে ভারতের দাপ্তরিক ভাষা হিন্দিতে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলায়ও (Durga, 2004: 1689-90; বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৯৯: ১৪১)।

পাকিস্তানের কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলোতে ক্রমাগত অস্থিতিশীলতার কারণে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দর মির্জা সামরিক আইন জারি করে এই সংবিধান বাতিল করেন। যখন কোনও দেশে বিশেষ প্রয়োজনে সামরিক আইন জারি করা হয়, তখন সাধারণ রেওয়াজটি হলো সংবিধান স্থগিত করা, বাতিল করা নয়। সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সংঘটিত ক্রিয়াকর্মকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া হয়। বাংলাদেশেও যখনই সামরিক আইন জারি করা হয়েছে, তখনই সংবিধান স্থগিত করা হয়েছে, বাতিল করা হয়নি। অথচ পাকিস্তানের এই সংবিধানটিকে স্থগিত না করে চিরতরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নানা চড়াই-উৎড়াই, ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান। দীর্ঘকালীন কামনা-বাসনা-সংগ্রামের পর যে-রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হলো, তার সংবিধান রচনায়ই সময় লেগে যায় প্রায় ৯ বছর। অথচ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধান রচনায় সময় লেগেছে মাত্র আড়াই বছরের মতো; ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র এক বছর পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ কার্যকর করা হয় বাংলাদেশের সংবিধান। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ৯ বছর ধরে প্রস্তুতিকৃত পাকিস্তানি সংবিধানের আয়ুষ্কাল মাত্র আড়াই বছর, অথচ ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধানের আয়ুষ্কাল যথাক্রমে ৫৭ এবং ৩৫ বছর। একে পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর বালচাপল্যের নিদর্শন ছাড়া আর কি-ইবা বলার আছে?

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ও বাংলা ভাষার মর্যাদা

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারির ফলে সংবিধান বাতিল হয়ে যায়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসহ মন্ত্রিসভা ভেঙে যায় এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে ইসকান্দার মির্জাকে অপসারণ করে রাষ্ট্রপতির পদও দখল করেন। গণতন্ত্রের নামে প্রবর্তিত হয় মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা। এ-ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচিত আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান নতুন সংবিধান প্রণয়নের পথ সুগম করেন (S.M. Hasan, 1993: 89)। পাকিস্তানের এই দ্বিতীয় সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। এতে ঠাঁই পায় প্রস্তাবনা, ১২ ভাগের ২৫০ টি অনুচ্ছেদ এবং ৩ টি তফসিল। এই সংবিধান মোতাবেক রাষ্ট্রের নাম 'প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান (The Republic of Pakistan)' দাঁড়ালেও সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন, ১৯৬৩-র ফলে এটি আবার 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র (The Islamic Republic of Pakistan)'-এ রূপান্তরিত হয়। গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা ৫৬-র মতো আবার ইসলামি আচ্ছাদন পরিগ্রহ করে (Ministry of Law, 1967: 3)। এই সংবিধানের দ্বাদশ ভাগের 'বিবিধ (Miscellaneous)'-এর প্রথম অধ্যায় 'সাধারণ (General)'-এর ২১৫ অনুচ্ছেদে 'জাতীয় ভাষা (National Languages)' শিরোনামে বলা হয় :

(1) The national languages of Pakistan are Bengali and Urdu, but this Article shall not be construed as preventing the use of any other language and, in particular, the English language may be used for official and other purposes until arrangements for its placement are made.

(2) n the year one thousand nine hundred and seventy-two, the President shall constitute a Commission to examine and report on the question of replacement of the English language for official purposes (Ministry of Law, 1967: 109).

এই সংবিধানে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি ভাষার মর্যাদার বিষয়টির নিধরূপ মূল্যায়ন করা যেতে পারে :

এক. প্রথম সংবিধানে যেখানে উর্দু এবং বাংলাকে 'রাষ্ট্রভাষা' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে এই দ্বিতীয় সংবিধানে এদের নতুন পরিচয় 'জাতীয় ভাষা'। প্রথম সংবিধানে উল্লেখিত উর্দু, বাংলার ক্রমটিও দ্বিতীয় সংবিধানে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'বাংলা ও উর্দু'। এই পর্যায়ে এই প্রশ্ন উথাপন স্বাভাবিক যে এদেরকে রাষ্ট্রভাষা থেকে জাতীয় ভাষার পর্যায়ে কেন নিয়ে আসা হলো। এর কোনও ব্যাখ্যা সংবিধানে নেই। প্রসঙ্গক্রমে এ-ও উল্লেখ্য যে প্রথম সংবিধানের খসড়ায় এই দুইকে নির্দেশ করা হয়েছিল 'দাপ্তরিক ভাষা (official language)'-এ। সংবিধানে এ-সংক্রান্ত কোনও উল্লেখ না থাকায় আমরা জাতীয় ভাষা, দাপ্তরিক ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষার ধারণাগুলো লাভ করতে ভাষাবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে পারি।

জাতীয় ভাষা, দাপ্তরিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা

ইউনেস্কো *১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের প্রধান ভাষাগুলোর কথক সংখ্যা (Number of Speakers of the World's Principal Languages in 1989)* শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে, যার ফল প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। এই গবেষণায় ইউনেস্কো ভাষাগুলোর কথকসংখ্যা নির্ধারণের মানদণ্ড হিশেবে ব্যবহার করেছে 'দাপ্তরিক ভাষা' অভিধাটি। গবেষণার কোথাও 'রাষ্ট্রভাষা'-র ব্যবহার নেই যদিও 'জাতীয় ভাষা'-র ব্যবহার রয়েছে, তবে তা কথকসংখ্যা নির্ধারণের মানদণ্ড হিশেবে নয়।[৪] ইউনেস্কো কর্তৃক এই ধরনের অভিধা ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সংস্থাটি 'দাপ্তরিক ভাষা' এবং 'জাতীয় ভাষা' ধারণা (concept) দুটিকে স্বীকৃতিদান করছে এবং 'রাষ্ট্রভাষা' অভিধাকে স্বীকৃতিদানে নারাজ। বস্তুত, ভাষাবিজ্ঞানে 'রাষ্ট্রভাষা' অভিধাটি খুব একটা জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থে 'দাপ্তরিক ভাষা' এবং 'জাতীয় ভাষা' ভুক্তি হিশেবে গণ্য হলেও 'রাষ্ট্রভাষা' গণ্য হয়নি।[৫] ফলে এ-ই বলতে হয় যে 'রাষ্ট্রভাষা' ধারণাটি বিভ্রান্তিমূলক, পক্ষান্তরে 'দাপ্তরিক ভাষা' এবং 'জাতীয় ভাষা' ধারণা দুটি বিশদ এবং অনেক বেশি স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট।

ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত উল্লিখিত গবেষণায় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তার পরিচয়বাহী ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিশেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (Asher, 1994: 4343)। গারভিন জাতীয় ভাষাকে এই সত্তার বাইরে জাতীয় প্রতীক (national symbol) হিশেবেও বিবেচনা করেন।[৬] ট্রাস্কের মতে একটি দেশের প্রায় সকল মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত একক প্রধান ভাষাই হলো জাতীয় ভাষা (1999: 198)।

ইউনেস্কোর গবেষণায় সরকারের আইন, প্রশাসন এবং বিচার-সংক্রান্ত সকল কাজে ব্যবহার্য ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিশেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (Asher, 1994: 4343)। ট্রাস্ক উল্লেখ করেছেন যে বিশেষ কোনও দেশে যে-ভাষা বা ভাষাগুলোকে দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়, তা-ই ঐ দেশের দাপ্তরিক ভাষা (1999: 214)। তবে ফার্গুসন এবং হিথ নির্দেশ করেন যে বিশেষ কোনও ভাষার ওপর এই দায়িত্বটি অর্পিত হয় আইনগত নির্দেশনার মাধ্যমে।[৭]

বিস্তৃত আলোচনা অবাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে উল্লিখিত বক্তব্য থেকেই জাতীয় ভাষা এবং দাপ্তরিক ভাষার মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব বলে মনে করছি। জাতীয় ভাষা জাতীয় সত্তা, সার্বভৌমত্ব, সংহতি এবং জাতীয় চেতনার প্রতীক। একে হতে হয় অবহিরাগত দেশজ ভাষা[৮], হতে হয় দেশ-অভ্যন্তরস্থ মানুষের মাতৃভাষা হিশেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য ভাষা। এটি যতটা না সুনির্দিষ্ট কার্যনির্বাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তার থেকে বেশি আলংকারিক মর্যাদায় ভূষিত। অবহিরাগত এবং দেশ অভ্যন্তরস্থ অধিবাসীদের মাতৃভাষাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ভাষা। 'জাতি' এবং 'জাতীয় ভাষা' অভিধা দুটি একই মূলোদ্ভূত। পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে তাই বলা যায়, প্রতিটি জাতিরই রয়েছে একটি করে জাতীয় ভাষা। পাকিস্তানের সকল অধিবাসীই যেহেতু কোনও না কোনও জাতির অর্ন্তভুক্ত, তাই এ-দেশে প্রথম ভাষা হিশেবে ব্যবহৃত প্রতিটি ভাষাই জাতীয় ভাষা। বাংলা যেমন বাঙালি জাতির জাতীয় ভাষা, তেমনই পাঞ্জাবিদের পাঞ্জাবি, সিন্ধিদের সিন্ধি, বালুচদের বালুচি, পাখতুনদের পশতু, মুহাজিরদের উর্দু, এমনকি ব্রাহুই, চাকমা, সাঁওতালি ইত্যাদিও সংশ্লিষ্টদের জাতীয় ভাষা। পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা এবং উর্দুকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে, এক অর্থে বলা যেতে পারে, অন্যান্য প্রথম ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতিদান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দাপ্তরিক ভাষা যেহেতু একটি দেশের সকল ধরনের দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যবহার্য ভাষা, ফলে প্রথম সংবিধানের 'রাষ্ট্রভাষা' থেকে দ্বিতীয় সংবিধানের পরিবর্তনটি বাঞ্ছনীয় ছিল 'দাপ্তরিক ভাষা'-র, 'জাতীয় ভাষা'-র নয়। একটি দেশের যেমন জাতীয় ফুল, পাখি, পশু থাকে, জাতীয় ভাষাও অনেকটা তেমনই। জাতীয় ভাষা অনেক বেশি সাম্মানিক ও আলংকারিক, কিন্তু দাপ্তরিক ভাষার মতো কার্যকর নয়, অকার্যকর। এ যেন দায়িত্বহীন রাজা বা মুকুটহীন সম্রাট; মানুষ সালাম ঠোকে, কিন্তু তোয়াক্কা করে না।

দুই. এই সংবিধানে বাংলা এবং উর্দুকে জাতীয় ভাষারূপে নির্বাচিত করা হলেও এই নির্বাচন দ্বারা অন্য যে-কোনও ভাষা বিশেষ করে ইংরেজিকে দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত না বাংলা এবং উর্দুকে প্রতিস্থাপনযোগ্য করে তোলা যায়। এই বিধান এই নির্দেশ করে যে কি বাংলা কি উর্দু কোনওটিই দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহের জন্য যথাযথ যোগ্য নয় (Sh. Shaukat, 1962: 398)। যে ভাষাটির বয়স সহস্রাধিক বছর, কথকসংখ্যায় যা বিশ্বের অষ্টমস্থানীয় ভাষা, বিশ্বমানের মহত্তম সাহিত্যিক নিদর্শন লভ্য যে-ভাষায়, সেই বাংলা ভাষাও যথাযোগ্য নয়। সংবিধান-প্রণেতাদের ইংরেজি লালনপ্রীতি এবং বাংলার প্রতি অবজ্ঞা বই একে আর কোনও আখ্যাই দেওয়া যায় না।

তিন. আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বাংলা এবং উর্দুর দাপ্তারিক দায়িত্বপালনের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কালাপেক্ষ নয়, এমনকি প্রথম সংবিধানের মতো বিশ বছরের কালসীমাও এখানে বেঁধে দেওয়া হয়নি, কিন্তু দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম নির্বাহের জন্য এ-দুইকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার গর্ভে ঠিকই নিক্ষেপ করা হয়েছে। 'যতদিন পর্যন্ত না এদেরকে প্রতিস্থাপনযোগ্য করে তোলা যায় (until arrangements for its placement are made)' বক্তব্যের মধ্যেই এই সুরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

চার. ইংরেজি ভাষার প্রতিস্থাপন বিষয়টি মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিশন গঠন করবেন বলে বিধান রাখা হয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে না দেওয়ায় তা অনির্দিষ্টকালের জঠরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাংলা এবং উর্দুকে প্রতিস্থাপনের চিন্তাটি সংবিধানে প্রতিফলিত হলেও যা হয়নি তা হলো, কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে বাংলা এবং উর্দুকে দাপ্তরিক দায়িত্বপালনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতেই হবে, তার প্রত্যয়।

পাঁচ. প্রথম সংবিধানের মতো এই সংবিধানও রচিত হয়েছে শুধুই ইংরেজিতে। বাংলা ও উর্দু সাংবিধানিকভাবে জাতীয় ভাষার মর্যাদাসীন হলেও জাতীয় ভাষায় রচিত হয়নি কোনও সংবিধান। নির্ভরযোগ্য ভাষ্যতো বহু দূরের কথা, জাতীয় ভাষার এমনই মর্যাদাদান যে বাংলা বা উর্দুতে সংবিধানের কোনও অনুবাদও নেই।

এই দ্বিতীয় সংবিধানের বিধান মোতাবেক সংবিধান প্রণয়নের পর থেকেই বাংলা এবং উর্দুকে দাপ্তরিক দায়িত্বপালনের উপযুক্ত করে তোলার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। উপযুক্তকরণের জন্যই যেন কাম্য হয়ে পড়ে বাংলা ভাষার ব্যাপক সংস্কার। এ-জন্য গঠিত হতে থাকে একের পর এক কমিশন, কমিটি, সংস্থা।[৯] জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাকে উর্দুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে একটি 'সাধারণ ভাষা' গড়ে তোলা এবং এ-দুইকে 'একটিমাত্র সাধারণ লিখনরীতির মাধ্যমে একত্রে বর্ধিত' হতে দেওয়ার মতো অবাস্তব এবং উদ্ভট উদ্দেশ্য-তাড়িত হয়েই তৎকালীন সরকার সব কিছু করেছিল।[১০] এর ফল হিশেবে বাংলা একাডেমীর বাংলা বানান-সংস্কার, রোমক হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ, বাংলা ও উর্দু বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার মতো একের পর এক তুঘলকি পরিকল্পনা ও কার্যক্রম চলতে থাকে।

পাকিস্তানের এই দ্বিতীয় সংবিধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হলে আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া কর্তৃক ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ সামরিক আইন জারির ফলে এই সংবিধানও বাতিল হয়ে যায়; তখন এই সংবিধানের বয়স ছিল সাকুল্যে মাত্র ৭ বছর ২ দিন।

বাংলাদেশ, বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানে ভাষার মর্যাদা

পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধির জন্য বাংলাদেশ, বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানে ভাষা প্রসঙ্গটি কেমন, তা-ও সংক্ষেপে আলোচনার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের সংবিধান

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তনকালে প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিলে বিধিবদ্ধ হলেও বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে ১২ সংখ্যক অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্তির ফলে বর্তমানে এর রয়েছে প্রস্তাবনা, ১৫২টি অনুচ্ছেদ ও ৩টি তফসিল। এ-সংবিধানে ভাষা প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে অনুচ্ছেদ ৩, ২৩, ১৫৩ এবং চতুর্থ তফসিলে। এগুলোর মধ্যে অনুচ্ছেদ ৩-এ 'রাষ্ট্রভাষা', অনুচ্ছেদ ২৩-এ 'জাতীয় ভাষা' এবং অনুচ্ছেদ ১৫৩ ও চতুর্থ তফসিলে সংবিধানের 'বাংলা ও ইংরেজি পাঠ'-সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এর মধ্যে চতুর্থ তফসিলে ভাষা প্রসঙ্গটি এসেছে সংবিধান সংশোধনীর ফলে।

সংবিধানের প্রথম ভাগে 'প্রজাতন্ত্র' শিরোনামের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' (১৯৯৯: ৫)। বিধানটি বর্তমানকাল-নির্দেশক। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২-র সংবিধান দুটিতে বাংলাকে যে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্যটি সহজেই দৃশ্যমান। পাকিস্তানি সংবিধানে বিধানগুলো ছিল ভবিষৎ কালসূচক; পক্ষান্তরে বাংলাদেশের এই সংবিধানে বিধানটি সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন থেকেই কার্যকর, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার গর্ভে একে ঠেলে দেওয়া হয়নি। এই পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমানের দৃপ্ত ঘোষণা স্মর্তব্য :

> আমি ঘোষণা করছি আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না। পরিভাষাবিদরা যত খুশি গবেষণা করুন। আমরা ক্ষমতা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব, সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা সংশোধন করা হবে (মতিউর, ২০০৩: ১৫)।

১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা দেন: 'বাংলা হবে দেশের সরকারি ভাষা' (মতিউর, ২০০৩: ১৫)। এ-সমস্ত বক্তব্য যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল না, সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদই তার প্রমাণ। বস্তুত, 'সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু'-র অঙ্গীকারের প্রথম সোপানটি নির্মিত হয়েছিল এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমেই। মহান ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে যে-দেশের জন্ম, তার সংবিধানে যে বাংলাই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পাবে, তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই।
বাংলাদেশে যে-ক'টি ভাষা প্রচলিত রয়েছে, তার সবগুলো মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষার মর্যাদায় আসীন নয়। পারস্পরিক যোগাযোগেও কয়েকটির ব্যবহার নেই। জাতিগত সংখ্যালঘুর ভাষাগুলো এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিশেবে বাংলা নির্বাচনের পেছনে এই ভাষা-বাস্তবতার প্রেরণাটি যথাযথই কাজ করেছিল। সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদে তাই বলা হয়েছে :

> রাষ্ট্র..... জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন (১৯৯৯: ১১)।

এ-সংবিধান ইংরেজি ভাষার মর্যাদা (status) বিষয়ে কিছু না বললেও সংবিধানের পাঠ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছে। নির্ভরযোগ্য পাঠ এবং দুই ভাষার মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলার প্রাধান্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে একাদশ ভাগের 'প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ' শিরোনামের ১৫৩ অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফায়:

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রামের পরিণতিতে যে-স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়, তার সংবিধানে দু' পাঠের মধ্যে বাংলারই যে প্রাধান্য থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। ১৫৩(২) অনুচ্ছেদের 'বাংলায় ... একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ' অংশটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ বাংলা পাঠটিই মূল, ফলে নির্ভরযোগ্য; ইংরেজি পাঠটি অনূদিত, ফলে অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য।[১১]

বাংলা ভাষায় রচিত পৃথিবীর একমাত্র সংবিধান বাংলাদেশের এই সংবিধান। বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতে বাংলা নামের যে-স্বাধীন দেশের জন্ম, তার সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়বাহী এবং ব্যাপক গুরুত্ববহ। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের দাবির মূল সোপানটি যে সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদেই উপ্ত, তা-ও স্ফটিক-স্বচ্ছ। অথচ পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংবিধানেই বাংলা ভাষার মর্যাদাদানের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল প্রকৃতার্থেই নেতিবাচক।

বর্তমান পাকিস্তানের সংবিধান

পাকিস্তানের তৃতীয় ও বর্তমান সংবিধানটি বলবৎ হয় ১৪ আগস্ট ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এই সংবিধানে রয়েছে প্রস্তাবনা, ১২টি ভাগের ২৮০টি অনুচ্ছেদ এবং ৭টি তফসিল। এর দ্বাদশ ভাগ 'বিবিধ (Miscellaneous)'-এর চতুর্থ অধ্যায় 'সাধারণ (General)'-এর ২৫১ সংখ্যক অনুচ্ছেদে 'জাতীয় ভাষা (National Language)' শিরোনামে বলা হয়েছে :

(1) The national laguage of Pakistan is Urdu, and arrangements shall be made for its being used for official and other purposes within fifteen years from the commencing day.

(2) Subject to clause (1), the English language may be used for official purposes until arraugements are made for its replacement by Urdu.

(3) Without prejudice to the status of the national langueage, a Provincial Assembly may by Law prescribe measures for the teaching, promotion and use of a provincial language in addition to the national language.[১২]

এই সংবিধানে উর্দু ও ইংরেজি ভাষার মর্যাদার বিষয়টি নিম্নরূপে মূল্যায়ন করা যেতে পারে :

এক. উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা।

দুই. সংবিধান প্রবর্তনের দিন থেকে ১৫ বছরের মধ্যে দাপ্তরিক এবং অন্যান্য কার্যক্রমে উর্দু ব্যবহারের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

তিন. উর্দুকে দাপ্তরিক কাজের স্থলাভিষিক্ত না করা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চার. জাতীয় ভাষা হিশেবে উর্দুর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে প্রাদেশিক পরিষদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় ভাষার অতিরিক্ত যে-কোনও প্রাদেশিক ভাষাকেও শিক্ষামাধ্যম করার, বিকাশসাধনের এবং ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এই সংবিধান যখন প্রবর্তিত হয়, তখন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার প্রশ্নটি পাকিস্তানের এই সংবিধান-প্রণেতাদের কাছে অবিবেচ্য হয়ে

পড়েছে। এর অনিবার্য ফল হলো উর্দুর একক জাতীয় ভাষার মর্যাদালাভ। এই সংবিধান বলবৎ হওয়ার ১৭ বছর আগে বলবৎ হয়েছিল পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান। ঐ সংবিধানে কমপক্ষে ২০ বছর পর্যন্ত দাপ্তরিক ভাষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ইংরেজির ওপর। ১৭ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ইংরেজির দাপ্তরিক দায়িত্ব বয়ে বেড়াবার ইতি ঘটেনি, এই সংবিধানে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আরও ১৫ বছরের জন্য। ইংরেজি লালনের এমনই অভিপ্রায়, এমনই ইংরেজি-মোহ। প্রথম দুটি সংবিধানের মতো এবার আর কোনও কমিশন গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। এর কারণ কি এই নয় যে এখন আর বাংলা জাতীয় ভাষার মর্যাদায় আসীন নয়? তৃপ্তি কি এখানে যে উর্দু দাপ্তরিক ভাষার দায়িত্ব পায় পাক, বাংলাতো আর পেল না। প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানের সঙ্গে এই সংবিধানের ভাষার বিষয়টিকে মেলালে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে এই সংবিধানে উর্দুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটি ইতিবাচক। আগের সংবিধান দুটির সঙ্গে তুলনায় এই সংবিধানে ভাষা-বিষয়ক অনুচ্ছেদটি অনেক বেশি জটিলতামুক্ত ও পরিচ্ছন্নও বটে।

ভারতের সংবিধান

ভারতীয় সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারিতে। এই সংবিধানের রয়েছে প্রস্তাবনা, ২২টি ভাগের ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ, ১২টি তফসিল এবং ৩টি পরিচ্ছেদ। এর সপ্তদশ ভাগটি 'দাপ্তরিক ভাষা (official language)' শীর্ষক। এই ভাগের প্রথম অধ্যায়ে 'ইউনিয়নের ভাষা', দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আঞ্চলিক ভাষাসমূহ', তৃতীয় অধ্যায়ে 'সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট ইত্যাদির ভাষা', এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'বিশেষ নির্দেশসমূহ' স্থান পেয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দুটি (৩৪৩, ৩৪৪), দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি (৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭), তৃতীয় অধ্যায়ে দুটি (৩৪৮, ৩৪৯) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে চারটি (৩৫০, ৩৫০A, ৩৫০B, ৩৫১) অনুচ্ছেদ মিলিয়ে মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা এগারোটি। এগুলো ছাড়া পঞ্চম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২০ (আইনসভায় ব্যবহার্য ভাষা) ও বাইশতম ভাগের ৩৯৪A (হিন্দি ভাষায় নির্ভরযোগ্য পাঠ) অনুচ্ছেদ দুটি এবং 'ভাষাসমূহ' শীর্ষক অষ্টম তফসিলটি ভাষা-বিষয়ক হওয়ায় ভাষা-বিষয়ক মোট অনুচ্ছেদ দাঁড়িয়েছে ১৩টিতে এবং তফসিল একটিতে (Akalank, 2000 : 155-58, 194, 247)। এগুলোর মধ্যে ৩৫০A, ৩৫০B, এবং ৩৯৪A সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়; অষ্টম তফসিলে তালিকাবদ্ধ ১৮টি ভাষার বেশ কয়েকটিও সংবিধান সংশোধনীরই ফল।

ভারতীয় সংবিধানে ভাষা প্রসঙ্গটি এতটাই ব্যাপক যে এই পর্যায়ে তার ব্যাপক মূল্যায়নের সুযোগ নেই। পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বরূপ উন্মোচনের সুবিধার্থে আমরা শুধু এই সংবিধানের প্রাসঙ্গিক মূল অংশটুকুই উল্লেখ করবো।

সংবিধানের সপ্তদশ ভাগের প্রথম অধ্যায়ে 'ইউনিয়নের ভাষা' শিরোনামের ৩৪৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে :

Official language of the Union —

(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script. The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen yeras from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement.
Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law proviod for the use, after the said period of fifteen years, of —
(a) the English language, or
(b) the Devanagari form of numerals,
for such purposes as may be spcified in the law (Akalank, 2000 : 155).

সংবিধানে ভাষা বিষয়টির নিধরূপ মূল্যায়ন করা যেতে পারে :

এক. ভারতের সাংবিধানিক স্বীকৃতিটি 'দাপ্তরিক ভাষা'-র, পাকিস্তানের মতো 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা'-র নয়। ফলে এটি অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট, দায়িত্বশীল এবং কার্যকর।

দুই. হিন্দি ভাষাটি কোন্ হরফে এবং সংখ্যা কীভাবে লিখিত হবে, তা-ও সংবিধানে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে এরূপ কোনও বিধান না থাকায় রোমক এবং সেমীয় হরফে বাংলা লেখার উদ্ভট প্রস্তাব করেছেন অনেকেই।

তিন. ভারতের সংবিধান-মতে ইংরেজি দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত হবে ১৫ বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান-মতে ইংরেজি ব্যবহৃত হবে কমপক্ষে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ পর্যন্ত। এর অর্থ এই যে ইংরেজিতে দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত থাকবে কি না, তা ভারতে বিবেচিত হওয়ার কথা ১৯৬৫-র ২৫ জানুয়ারি পর এবং পাকিস্তানে ১৯৭৬-এর ২২ মার্চের পর। অর্থাৎ ভারতের চেয়ে পাকিস্তানে নিশ্চিতভাবে ১১ বছর ২ মাস ইংরেজি বেশি ব্যবহৃত হওয়ার কথা।

চার. ভারতের সংবিধানে মোট তেরটি অনুচ্ছেদ (১২০, ৩৪৩-৩৫০, ৩৫০A, ৩৫০B, ৩৫১ ও ৩৯৪A) এবং একটি পুরো তফসিল (অষ্টম) ভাষার জন্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সংবিধানে ১৯৫৬-এ একটিমাত্র অনুচ্ছেদ (২১৪) এবং ১৯৬২-এ একটিমাত্র অনুচ্ছেদ (২১৫) বরাদ্দকৃত। এতে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে ভারতীয় সংবিধানে ভাষা বিষয়টি কী পরিমাণ বিশদ এবং সুনির্দিষ্ট, আর পাকিস্তানি সংবিধানে এটি কতটা সংক্ষিপ্ত এবং অনির্দিষ্ট। অথচ পাকিস্তানে ভাষা নিয়ে আটচল্লিশ, বাহান্নোয় কী উত্তাল সংগ্রাম হয়েছে, যদিও ভারতে এসবের কিছুই হয়নি।

পাঁচ. ভারতের সংবিধান 'দাপ্তরিক ভাষা' হিন্দির প্রতি দায়িত্ব ও সহানুভূতিশীল, ফলে দৃষ্টিভঙ্গিটি ইতিবাচক। ৩৪৩ অনুচ্ছেদের (২) দফার শেষার্ধ তার প্রমাণ। এখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি উল্লেখিত সময়ের (পনের বছর) মধ্যেই ইংরেজির অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় যে-কোনও ক্ষেত্রে হিন্দি এবং দেবনাগরিতে সংখ্যা ব্যবহারের আদেশ দিতে পারবেন। এ-জন্য কোনও কমিশন, কমিটি ইত্যাদির সুপারিশের প্রয়োজন নেই। এটি নিশ্চয়ই সংবিধান-প্রণেতাদের হিন্দির প্রতি

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর বহন করে। এরূপ কোনও অনুচ্ছেদ, দফা, উপদফা পাকিস্তানের সংবিধানে নেই। এই অনুচ্ছেদের (৩) (a) দফা অনুযায়ী আইনসভা ১৯৬৩ খিস্টাব্দে দাপ্তরিক ভাষা আইন ১৯৬৩ পাশ করে। এই আইনের বলে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারির পর থেকে হিন্দির অতিরিক্ত হিশেবে ইংরেজিও দাপ্তরিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই (৩) দফা অনুযায়ীই উদ্ধৃত সময়ের পর মাত্র বিশেষ কিছু দায়িত্ব (only particular purposes) পালনের জন্য ইংরেজি ব্যবহার করার দায়িত্ব আইনসভার ওপর অর্পিত হয়েছে (Durga, 2004 : 1567)।

ছয়. ভারতের সংবিধান পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান থেকে ৬ বছর পূর্ব থেকে কার্যকর। ফলে পাকিস্তানের সংবিধান প্রস্তুতিতে ভারতের সংবিধানটি পাকিস্তানের সংবিধান-প্রণেতাদের হাতে ছিল। এ-বক্তব্যে যে কোনও সন্দেহ নেই তা ভারতের সংবিধানের ৩৪৩ ও ৩৪৪ অনুচ্ছেদ এবং পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় সংবিধানের ২১৫ অনুচ্ছেদ পাশাপাশি পাঠ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্থাৎ পাকিস্তানের সংবিধান-প্রণয়নকালে ভারতীয় সংবিধান ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে এবং সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু ভারতে দাপ্তরিক ভাষা হিশেবে হিন্দির প্রতি যে-ব্যাকুলতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে, পাকিস্তানের সংবিধান-প্রণেতারা বাংলার প্রতি তা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তা যে ঘটেনি, তা তাঁদের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই।

বাংলাদেশ, বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানে সন্নিবেশিত ভাষা প্রসঙ্গটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান বাংলা ভাষার যথাযথ মর্যাদাদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছে, যদিও বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনীর ফলে তা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। ভারতের সংবিধান দাপ্তরিক ভাষা হিশেবে হিন্দির প্রতিষ্ঠায় যথাসম্ভব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ব্যাকুল। বর্তমান পাকিস্তানের সংবিধানও পূর্ববর্তী সংবিধান দুটির তুলনায় জাতীয় ভাষা উর্দুর প্রতি অপেক্ষাকৃত বেশি উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। ফলে এ-কথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে ভারতীয় উপমহাদেশের উল্লিখিত পাঁচটি সংবিধানের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধান দুটিই রাষ্ট্রভাষা এবং জাতীয় ভাষা বাংলা এবং উর্দুর প্রতি সর্বাপেক্ষা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে।

সার্বিক মূল্যায়ন

অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বরূপ বিশ্লেষণে নিম্নের কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

এক. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ১৯৫৬ সালের ২২ মার্চ পর্যন্ত কিছু সংশোধনী-সাপেক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিশেবে বলবৎ থাকায় এই কালপর্বে বাংলা রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল না।

দুই. ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের ৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম সংবিধান বলবৎ থাকায় বাংলা সাংবিধানিকভাবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে স্বীকৃত ছিল।

তিন. ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ১৯৬২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনও সংবিধান বলবৎ না থাকায় বাংলা এই কালপর্বেও রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল না।

চার. ১৯৬২ সালের ১ মার্চ থেকে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় সংবিধান বলবৎ থাকায় বাংলা এ-সময়ে সাংবিধানিকভাবে অন্যতম জাতীয় ভাষা হিশেবে স্বীকৃত ছিল।

পাঁচ. ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত কোনও সংবিধান বলবৎ না থাকায় বাংলা এ-সময়েও রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল না।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ (২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব) পর্যন্ত পাকিস্তান আমলের প্রায় ২৪ বছরের মধ্যে কার্যকর ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (১৪ আগস্ট ১৯৪৭ - ২২মার্চ ১৯৫৬) প্রায় নয় বছর, ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধান (২৩ মার্চ ১৯৫৬ - ৬ অক্টোবর ১৯৫৮) আড়াই বছর এবং ১৯৬২ সালের দ্বিতীয় সংবিধান (১ মার্চ ১৯৬২ - ২৪ মার্চ ১৯৬৯) ৭ বছর। বিশ্লেষণটি এমন: ২৪ বছরের মধ্যে পাকিস্তান স্বসংবিধানাধীন ছিল মাত্র সাড়ে ৯ বছর। বস্তুত, এই সাড়ে ৯ বছরই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি কপালে জুটেছিল এই পোড়া বাংলার। এই স্বীকৃতিও ছিল নিতান্তই কাগুজে। দুটি সংবিধানেই তা ছিল ভবিষ্যৎ কালাপেক্ষ এবং অনিশ্চিত। প্রথম সংবিধান মোতাবেক ১৯৭৬ খ্রিস্টব্দের ২২ মার্চ পর্যন্ত এককভাবে ইংরেজিরই দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের বিধান ছিল। বাংলাকে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্য ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত করা যায় কি না, দ্বিতীয় সংবিধান মোতাবেক এতৎসংক্রান্ত বিষয়টি মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য রাষ্ট্রপতির কমিশন গঠনের বিধান ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। অথচ প্রথম সংবিধান বাতিল হয়ে গেছে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় সংবিধান বাতিল হয়ে গেছে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ, কাঙ্ক্ষিত সময় আসার অনেক আগেই। শুধু তা-ই নয়, সংবিধান-নির্ধারিত সময়ের আগে পাকিস্তানই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশের। সুতরাং 'অখণ্ড পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা ছিল বাংলা'— এহেন বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে একজন অন্ধ মানুষের অন্ধকার ঘরে এমন একটি কালো বেড়াল খোঁজার মতো, যে-বেড়ালটি আসলে সে-ঘরে ছিল না। এর পরও যদি কেউ তর্ক তোলে, তবে তা হবে সত্যের অপলাপমাত্র, ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ তার সাক্ষ্য বহন করে না। উভয় সংবিধানেই বাংলার স্বীকৃতিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা এবং জাতীয় ভাষার মতো অদাপ্তরিক ভাষার। বাংলাদেশ, বর্তমান পাকিস্তান এবং ভারতের সংবিধানের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐ দুই সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদাটি ছিল অন্য যে-কোনও সংবিধানের চেয়ে নেতিবাচক। বাংলাদেশ এবং ভারতের উভয় সংবিধানই ইংরেজির পাশাপাশি যথাক্রমে বাংলা এবং হিন্দিতে রচিত হলেও পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষার এমনই মর্যাদা যে তা রচিত হয়েছে অরাষ্ট্রভাষা এবং বিজাতীয় ভাষা শুধুই ইংরেজিতে। বাংলা ভাষার মর্যাদাদানের প্রশ্নে সংবিধান-প্রণেতা পশ্চিমারা এতটাই অনান্তরিক ও নিস্পৃহ ছিল যে এর ঠাঁই হয় প্রথম সংবিধানের শেষ ভাগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভাগে, আর দ্বিতীয় সংবিধানের শেষ ভাগে; উভয় সংবিধানেই 'বিবিধ' শিরোনামের অংশ হিশেবে। ১৯৪৮-৫২-র মহান-উত্তাল ভাষা আন্দোলনের পরও বাংলা ভাষার এহেন অমর্যাদা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব থেকেই সূচিত হয়েছিল যে-ভাষাদ্বন্দ্বের, ১৯৪৮-৫২ কালপর্বে তা রূপ নেয় সর্বস্পর্শী ভাষা-সংঘাতে। ছাপ্পান্নো–বাষট্টির সংবিধানে উল্টোটি প্রত্যাশিত হলেও সেখানে বাংলা শিকার হয় ভাষা-বঞ্চনার। এ-সব কিছুরই অনিবার্য পরিণতি পাকিস্তানের খণ্ডন, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

টীকা

১. ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের পূর্ণ বিবরণের জন্য C.M. Shafqat (1957 : 303-15) দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য : এমাজউদ্দীন আহমদ, 'সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ' (সিরাজুল, ২০০৩ : ৯৬)।

৩. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর *The Daily Morning News* এ-সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করে।

৪. দ্রষ্টব্য : Sympson, J. M. Y., 'Statistics : Principal Languages of the World (UNESCO)' (Asher, 1994 : 4342-46)।

৫. R. E. Asher সম্পাদিত *The Encyclopedia of Language and Linguistics*-এর দশ খণ্ডের বিপুলায়তন-গ্রন্থে 'দাপ্তরিক ভাষা' এবং 'জাতীয় ভাষা'-র ভুক্তি থাকলেও 'রাষ্ট্রভাষা'-র ভুক্তি নেই (Asher, 1994)। 'দাপ্তরিক ভাষা' এবং 'জাতীয় ভাষা. ভুক্তির উপস্থিতি এবং 'রাষ্ট্রভাষা' ভুক্তির অনুপস্থিতির জন্য আরও দ্রষ্টব্য (Trask, 1999)।

৬. দ্রষ্টব্য : Garvin, P. L., 'Some Comments on Language Planning' (Rubin, 1973 : 71)।

৭. দ্রষ্টব্য : Ferguson, C.A. and Heath, S.B. (eds.), 'Glossery' (Ferguson, 1981 : 531)।

৮. ফার্গুসন এবং হিথের মতে জাতীয় ভাষা হলো সেটিই, যেটি 'indigenous to an area as distinct from one brought in from outside' (Ferguson, 1981 : 531)।

৯. দ্রষ্টব্য : Muhammad Abdul Hai, 'The Development of Bengali since the Establishment of Pakistan' (Rubin, 1975 : 190)।

১০. 'সাধারণ ভাষা'-র জন্য দ্রষ্টব্য : 'একাডেমীর কথা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৬, পৃ. ১১৫। 'সাধারণ লিখনরীতি'-র জন্য দ্রষ্টব্য : (মুহম্মদ, ১৯৬৮ : ১৩২)।

১১. ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রের আদেশ নম্বর ৪-এর বলে চতুর্থ তফসিলে 'কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি' শিরোনামের যে-৩ক অনুচ্ছেদের ৯ দফা সংযোজিত হয়েছে, তার ফলে দুই পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলার প্রাধান্য বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে (১৯৯৯ : ১৬২)।

১২. The National Assembly of Pakistan, *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*, http://www.mosa.gov.pk. , p. 112-13.

গ্রন্থপঞ্জি

ক. সহায়ক-গ্রন্থ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (ঢাকা : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯)।

আতিউর রহমান। *ভাষার লড়াই, বাঁচার লড়াই* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭)।

আবদুল হক। *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬)।

গণ-আজাদী লীগ। *আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ* (ঢাকা : পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৭)।

বদরুদ্দীন উমর। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* ∏ প্রথম খণ্ড (ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫)।

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল ∏ প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)।

ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ : কতিপয় দলিল ∏ দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫)।

মতিউর রহমান (সম্পাদক)। *একুশের পটভূমি, একুশের স্মৃতি* (ঢাকা : প্রথম আলো ও পার্ল পাবলিকেশন্স, ২০০৩)।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদক)। *আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন* (ঢাকা : অন্যপ্রকাশ, ২০০০।

মুহম্মদ আইয়ুব খান। *প্রভু নয় বন্ধু* (করাচি-ঢাকা-লাহোর : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৮)।

রতনলাল চক্রবর্তী (সম্পাদক)। *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০)।

শামসুজ্জামান খান, আজহার ইসলাম, সেলিনা হোসেন (সম্পাদক)। *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক)।*বাংলাপিডিয়া* ∫∫ খণ্ড ১০ (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

Akalank. *The Constitution of India* (Delhi : Akalank Publications, second edition 2000).

Asher, R. E. (editor-in-chief). *The Encyclopedia of Language and Linguistics* ∫∫ Vol. 1-10 (Oxford : Peragamon Press Ltd., 1994).

C.M. Shafqat. *The New Pakistan Constitution* (Lahore : The All-Pakistan Legal Decisions, 1957).

Durga Das Basu. *Shorter Constitution of India* (Nagpur : Wadhwa and Company Law Publishers, reprint 2004).

Ferguson, C.A. and Heath, S. B. (eds.). *Language in the USA* (Combridge : Cambridge University Press, 1981).

Ministry of Law and Parliamentary Affairs (Law Division). *Constitutional Documents (Pakistan)* ∫∫ Vol. V (Karachi : Manager of Publications, Government of Pakistan, 1964).

Mukhlesur Rahman. *An Introduction to the Constitution of Pakistan* (Dacca : Book Corporation, first edition 1957).

Newman, K. J.. *Essays on the Constitution of Pakistan* (Dacca : Pakistan Co-operative Book Society Ltd., 1956).

Rubin, Joan & Jernudd, Bjorn H. (eds.). *Can Language be planned? : Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations* (Hawaii : An East-West Center Book, 1975).

Rubin, J. and Shuy, R. (eds.). *Language Planning : Current Issues and Research* (Washington, D C : Georgetown University Press, 1973).

Sh. Shaukat Mahmud. *A Study of the Constitution of Pakistan 1962* (Lahore : Pakistan Law Times Publications, 1962).

S. M. Hasan Talukder. *History of constitutional Development: Bangladesh Perspective* (Dhaka : S. M. Hasan Talukder, 1993).

The National Assembly of Pakistan. *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan*, http://www.mosa.gov.pk.

Trask R. L.. *Key Concepts in Language and Linguistics* (London and New York : Routledge, reprint 1999).

খ. সহায়ক-পত্রিকা

বাংলা একাডেমী পত্রিকা। ঢাকা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৬।

The Daily Morning News. Dacca, 19 December, 1947.

('পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় সংবিধানে বাংলা ভাষার মর্যাদার স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি ২০০৮ সালে বাঙলাদেশ ভাষা সমিতি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত হয়।)